যুগান্তর

17 FEB 2015

উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে

নতুন বরাদ্দ আসছে ৮০০ কোটি টাকা

মামুন আব্দুল্লাহ

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমাতে নতুন করে উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতা বাড়ানো হচ্ছে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে ৮০০ কোটি টাকা। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর ১০ শতাংশ ছাত্রকেও এ উপবৃত্তির আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া ছাত্রী উপবৃত্তির হার ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হচ্ছে। দেশের ৫৪ জেলার ২১৭টি উপজেলায় চালু হবে ২য় পর্যায়ের উপবৃত্তি কার্যক্রম।

সূত্র জানায়, এবারই প্রথম প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে টাকা পাবে শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ উপবৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থী মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ বা অন্য কোনো সহজ পদ্ধতিতে সরাসরি অর্থ পাবে।

এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৯১ কোটি ৩৮ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) আসছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

আসছে : নতুন বরাদ্দ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আগামী সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হতে পারে। চলতি বছর থেকে এটির বাস্তবায়ন শুরু হয়ে ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হুমায়ুন খালিদ বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থী ভর্তির হার বাড়বে। জাতীয় শিক্ষানীতি ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করা, ছেলেমেয়ের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরীক্ষার পাসের হার বাড়ানোসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী ষষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়।

জানা গেছে, বর্তমানে সারা দেশে পাঁচটি প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক (পাস) পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়। ওই প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় এবার ১০ শতাংশ নতুন ছাত্র অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি ছাত্রী উপবৃত্তির হার আরও ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির পরিমাণ হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী মাসিক ১০০ টাকা ও টিউশন ফি ১৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণী মাসিক ১০০ টাকা ও টিউশন ফি ১৫ টাকা, অষ্টম শ্রেণী মাসিক ১২০ টাকা ও টিউশন ফি ১৫ টাকা, নবম শ্রেণী মাসিক ১৫০ টাকা ও টিউশন ফি ২০ টাকা, দশম শ্রেণী মাসিক ১৫০ টাকা ও টিউশন ফি ২০ টাকা এবং এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ৭৫০ টাকা। উপবৃত্তি পাওয়ার শর্তগুলো হল— এসএসসি বা দাখিল পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকা, বার্ষিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ এবং অষ্টম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া।